দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 27 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

কোচিং, গাইড বই বন্ধের পরামর্শ শিক্ষাবিদদের

- পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে জনমনে অনাস্থা রয়েছে : অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
- এমসিকিউ তুলে দেওয়া উচিত : ড. জাফর ইকবাল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত গাইড বই ও কোচিং সেন্টারের ব্যাপক সমালোচনা করে এসব বন্ধের পরামর্শ দিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা। তারা বলেছেন, শিক্ষার্থীরা এখন কোচিং নির্ভর হয়ে পড়েছে। স্কুলে মনোযোগ নেই, কোচিংকেই গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি। আবার মূল বইয়ের চেয়ে গাইড বইয়ের দিকে তাদের ঝোঁক বেশি। সবার হাতেই গাইড বই। তাহলে বিনামূল্যে বই দিয়ে কী লাভ? তারা আরো বলেন, কোচিং বন্ধ করা দরকার। কোচিং বন্ধ করতে না পারলে স্কুল বন্ধ করে দিয়ে কোচিং সেন্টারেই শিক্ষা কার্যক্রম চলুক। আবার গাইড বই বন্ধ না করতে পারলে মূল বই ছাপানো বন্ধ করে নোট-গাইড বই শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের জন্য উন্মুক্ত করা হোক।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় শিক্ষাবিদরা এসব কথা বলেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলিত বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) পদ্ধতি বাতিলের পক্ষেও মত দেন তারা।

সভায় শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, 'শিক্ষকরা সৃজনশীল পদ্ধতি বুঝেন না। তারা জানেন না কীভাবে পড়াতে হবে। কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে। সেজন্য সৃজনশীল পদ্ধতিও ফিরে যাচ্ছে আগের যুগের গাইড বইয়ের দিকে। অভিভাবকরা ছুটছেন কোচিং সেন্টার আর প্রাইভেট টিউটরের দিকে।'

তিনি একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন ব্যাংক করার পক্ষে মত দিয়ে বলেন, 'যেখানে অসংখ্য প্রশ্ন থাকবে। শিক্ষকরা সৃজনশীলতাকে বুঝতে পারবেন। পড়াতে পারবেন। প্রশ্নও করতে পারবেন। এ প্রশ্ন ব্যাংকটি থাকবে সবার জন্য উন্মুক্ত, এখান থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দিকনির্দেশনা পাবে।'

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আরো বলেন, 'পরীক্ষার উদ্দেশ্য ফেল করানো। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অযোগ্য, চিটাগুলো ঝেড়ে ফেলা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে সবাই পাস করছে। যে পরীক্ষা দিচ্ছে সেই পাস করার ফলে পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে জনমনে অনাস্থা দেখা দিয়েছে। সকলের প্রশ্ন সবাই পাস করলে পরীক্ষা নেওয়ার কী দরকার?'

সহজ পাঠ্যবই প্রণয়নের পরামর্শ দিয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. জাফর ইকবাল বলেন, 'পাঠ্য বই সহজ হওয়া উচিত। যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। শিক্ষকরা না পড়ালেও যেন তারা নিজে নিজে পড়ে বুঝতে পারে। আমাদের বই লেখার পদ্ধতি ভালো না। নবম শ্রেণির বিজ্ঞানের বই আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি। বাচ্চারা কীভাবে বুঝবে? বই যন্ত্র নিয়ে তৈরি করতে হবে। ভালোভাবে বই ছাপলে এক বই ৭/৮ বছর ধরে পড়ানো যায়। কর্তৃপক্ষ চাইলে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে প্রশ্ন প্রণয়নের কাজটি করতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'এমসিকিউ তুলে নেওয়া উচিত। এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।'

সাবেক গভর্নর ও বেসরকারি পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

কোচিং, গাইড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, 'কারিকুলাম ভারী হয়ে গেছে। নবম শ্রেণির পড়া, একাদশে আবার অনার্সে পড়ানো হচ্ছে। এতে করে এক পড়া তিন চার জায়গায় পড়ানো হচ্ছে। যার কোনো প্রয়োজন নেই। বেসিক বিষয়গুলো যুক্ত করে বাড়তি বিষয় বাদ দেওয়া উচিত।'

ড. ফরাসউদ্দিনও এমসিকিউ পদ্ধতিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা উচিত বলে মনে করেন। তিনি আরো বলেন, 'পিইসি, জেএসসি পরীক্ষা, কোচিং ও গাইড বই বাণিজ্যের উৎস। গাইড বই না টেক্সট বই এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিলে কার্যকর করতে হবে। কোচিং বন্ধ করা হলে শ্রেণী কক্ষের পাঠ কেমন হবে সে বিষয়েও ভাবতে হবে।'

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, 'চমৎকার পাঠ্যবই তৈরি করতে হবে। ভালো প্রশ্ন করতে হবে। মূল্যায়ন ব্যবস্থা ভালো করতে হবে।'

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, 'আমরা জিডিপির অন্তত চার শতাংশ শিক্ষায় বরাদ্দের কথা বলেছিলাম। কিন্তু জিডিপির ২.৪ শতাংশ থেকে বরাদ্দ কমে চলতি বাজেটে ১.৮ শতাংশ হয়েছে। মানোন্নয়নে বরাদ্দ বাড়ানোটা খুবই জরুরি। আর স্কুল ম্যানেজিং কমিটি কোনো কাজ করে না। তারপরও তারা অনেক টাকা খরচ করে নির্বাচন করে। এই বিষয়েও আমাদের ভাবতে হবে। পাঠ্যবইতে যাতে ভুল না থাকে সে বিষয়েও নজর দেওয়া উচিত।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান বলেন, 'পাঠ্যবই খুবই জটিল। এজন্যই শিক্ষার্থীদের টিউশনের দ্বারস্থ হতে হয়। কারিকুলাম দ্রুতই সংশোধন প্রয়োজন। সৃজনশীল একটি সহজাত প্রক্রিয়া। সৃজনশীল নাম দিয়ে যেভাবে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে এরও সংশোধন দরকার। এখন শিক্ষার্থীরা এমনিতেই অনেক জানে। তাই পরীক্ষা একটা চালুনি হিসেবেই গণ্য করা উচিত।'

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাও অবৈতনিক করতে হবে। সবাই এখন জিপিএ-৫ এর পিছনে ঘুরছেন। তাই পিইসি ও জেএসসি-এ দুটো পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কিনা সেটাও ভাবতে হবে।' তিনিও এমসিকিউ তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দেন।

মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায়ই গলদ রয়ে গেছে। যারা অন্য কোথায়ও কিছু করতে পারেন না তারাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষকতায় আসেন। শিক্ষার মানোন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানোটা খুবই জরুরি।'

উদ্দীপন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী বলেন, 'অভিভাবকরা কোচিং ও গাইড ছাড়া কিছুই চোখে দেখেন না। বিনামূল্যে বই পেয়েও তারা শত শত টাকা ব্যয়ে গাইড কিনছেন। যে স্কুল কোচিং করতে ও গাইড পড়তে দেয় না সেখানে ছাত্র আসে না। এখন আমাদের ভাবতে হবে আমরা স্কুল বন্ধ করে কী কোচিং খুলবো, আর মূল বই বন্ধ করে গাইড চালু রাখবো কী না?'

সভায় সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, সহজ পাঠ্যবই তৈরির বিষয়ে আমরা কাজ করছি। সৃজনশীলকে আরো চমৎকার করার ক্ষেত্রে আপনাদের মূল্যবান মতামত আমাদের সাহায্য করবে। আমরাও চেয়েছি এমসিকিউ বন্ধ করতে, আপনাদের পরামর্শে সে কাজটি আরো ত্বরান্বিত হবে। ২০১৭ সাল থেকে এমসিকিউতে ১০ নম্বর কমিয়ে আনা হবে বলে তিনি জানান।

মতবিনিময় সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক শিক্ষা) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ। শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন প্রমুখ।